| প্রথম আলো | তারিখ 07 DEC 2008 |

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

প্রতারকরা হাতিয়ে নিয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা

প্রথম আলো ডেস্ক

সারা দেশে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনেকাংশে মিল পাওয়া গেছে। প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরও দেওয়া ছিল। ১০০ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দামে এসব প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয়। আবার দেশের অনেক জেলায় এ প্রশ্নপত্র বিক্রি করে একশ্রেণীর প্রতারক কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁওয়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দিনাজপুরে সন্দেহভাজন আটজনকে গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পঞ্চগড়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনেকাংশে মিল পাওয়া গেছে। পরীক্ষার্থীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল ভোর পর্যন্ত শহরের কয়েকটি দোকানে প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে বিক্রি করা হয়। প্রতিটি ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকায়ও বিক্রি হয়।

পরীক্ষার্থী আতাউর রহমান জানান, পরীক্ষার হলে অনেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আগেই লিখে ফেলেন। এতে বোঝা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।

এদিকে এই সুযোগে একটি চক্র প্রতারণা করে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। চক্রটি কয়েক সেট প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চড়াদরে বিক্রি করে। এসব প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের আংশিক মিল পাওয়া যায়। যেমন, একটি প্রশ্নপত্রে ইংরেজি প্যাসেজ এসিড থ্রোয়িং, বাংলায় পদ্মাবতীর কাব্য ও সূর্যদীঘল বাড়ীর লেখকের নামসহ কিছু প্রশ্নের মিল ছিল।

জেলা প্রশাসক মো. হাফিজউদ্দীন প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ ও পরীক্ষার কেন্দ্রে পৌঁছানো হয়েছে। তাই পঞ্চগড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সুযোগ নেই।

রংপুরে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র যাতে কেউ ফটোকপি করতে না পারে সে জন্য জেলা তথ্য কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাতেই মাইকে ফটোকপির দোকানগুলো গতকাল দুপুর ১২টা পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোজাহার হোসেন জানান, জেলা প্রশাসকের আদেশে তাঁরা মাইকিং করেন।

পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের বেশ মিল ছিল। যেমন ইংরেজি অনুবাদের প্রশ্ন ছিল : ক. শিক্ষক আসার পূর্বে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করব। খ. বৃষ্টির আগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছালাম। গ. সে শুধু বুদ্ধিমান নয়, মেধাবীও বটে। ঘ. যতই পড়বে ততই শিখবে। ঙ. মিথ্যা বলা মহাপাপ। চ. আপনি সুখে থাকেন—আমি চাই। ছ. শিক্ষাদান মহান পেশা। জ. সে স্কুলে যাইতেছে। এ ছাড়া অবজেক্টিভ প্রশ্নেও হুবহু মিল ছিল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে ফটোকপির দোকানগুলোতে ১০ থেকে ১০০ টাকায় এ প্রশ্নপত্র বিক্রি হতে দেখা গেছে।

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার পেরহাট পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে লেখা প্রশ্নপত্রসহ নূর আলম (২৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে। আলম রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার জামদানি গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে। গতকালই তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সাদুল্যাপুর থানার ওসি সুব্রত কুমার সাহা জানান, প্রাথমিক তদন্তে পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফটোকপি করা প্রশ্নের মিল পাওয়া যায়নি। তবে এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে প্রশ্নপত্র বিক্রির সময় পুলিশ জনতা ব্যাংকের কর্মচারী সিবিএ নেতা রোমান, ফায়ার সার্ভিসের সদস্য আনোয়ার ও ফটোকপির দোকানের কর্মচারী পলাশকে আটক করে। তাদের কাছে পুলিশ পাঁচ সেট প্রশ্নপত্রের বিপুল পরিমাণ ফটোকপিও উদ্ধার করে। এসব প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের আংশিক মিল পাওয়া গেছে।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গিয়াসউদ্দিন জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পেয়ে আমরা এ চক্রটিকে গ্রেপ্তার করেছি।

বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়া শহরের জহুরুলনগর, গোশালা, সবুজবাগ ও কামারগাড়ী এলাকায় রাতে ৫০০ থেকে এক হাজার ৫০০ টাকায় প্রতি সেট প্রশ্ন বিক্রি হয়। কিন্তু প্রার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার পর জানান, ওই প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কোনো মিল নেই।

এদিকে পরীক্ষা দিতে এসে শিবগঞ্জ উপজেলার দুই শতাধিক প্রার্থীকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। কোনো ঘোষণা ছাড়াই তাদের কেন্দ্র পরিবর্তন করায় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২০ মিনিট পর তাদের কেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়েছে। শিবগঞ্জ উপজেলার টেপাগাড়ী গ্রামের আশরাফুল আলম জানান, তার ভাবির প্রবেশপত্রে কেন্দ্রের নাম ছিল সরকারি আযিযুল হক কলেজ। কিন্তু সেখানে গেলে তাদের জানানো হয়, তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ কেন্দ্রে। সেখানে গেলে আবার তাদের জানানো হয়, ভাণ্ডারী বালিকা বিদ্যালয়ে তাদের কেন্দ্র। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) মো. সাখওয়াত হোসেন বলেন, এমন হওয়ার কথা নয়। তবুও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

নীলফামারীতে একটি চক্র প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয়। চক্রটি জেলা সদরসহ ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ২০০ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত দামে ওই সব ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রার্থীরা আসল প্রশ্নের সঙ্গে ওই সব প্রশ্নের মিল না পেয়ে হতাশ হন।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন ও নকল প্রতিরোধে জেলা শহরের সব ফটোকপির দোকান গতকাল দুপুর ১২টা পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে জেলা তথ্য কার্যালয় মাইকে এ নির্দেশ জারি করেন।

দিনাজপুরের কোতোয়ালি থানা পুলিশ ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আটজনকে আটক করে। তবে পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে এর কোনো মিল না থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিয়ার রহমান জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শহরের বিভিন্ন এলাকার ফটোকপির দোকানের আটজনকে ভুয়া প্রশ্নপত্রসহ আটক করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে উদ্ধার করা প্রশ্নপত্রের কোনো মিল না থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

নওগাঁয় গতকাল সকালে একশ্রেণীর প্রতারক, ৩০০ থেকে ৫০০ টাকায় ভুয়া প্রশ্নপত্র একটি ফটোকপির দোকানসহ স্থানীয় চকদেবপাড়ার একটি বাসা থেকে ওই সব প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয়। পরীক্ষার্থীরা জানান, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে কেনা প্রশ্নপত্রের কোনো মিল ছিল না।

সিরাজগঞ্জ সদর ও শাহজাদপুরে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি চক্র। প্রার্থীর হয়ে আরেকজন পরীক্ষা দিয়েছে—এমন তিনজন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। এদের দুজনকে আটক করা হয় সরকারি ইসলামিয়া কলেজ এবং একজনকে দারুল সালাম মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে।

কুড়িগ্রামে বৃহস্পতিবার রাত থেকে হাতে লেখা এবং কম্পিউটার কম্পোজ করা তিন ধরনের প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয়। এর মধ্যে আংশিক প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগম প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

*প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন বগুড়া ও রংপুরের **নিজস্ব প্রতিবেদক** এবং **পঞ্চগড়, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও** ও **নওগাঁ** প্রতিনিধিসহ*